224758 - বাবা-মা সন্তানদরে আনুগত্য, সদাচরণ ও দোয়া পাওয়ার অধকিার রাখে, যদওি তারা প্রতপিালন ও ভরণপোষণে কসুর করে

প্রশ্ন

আল্লাহ তায়ালা বলনে: “আর মমতায় তাদরে প্রতি বশ্যতার ডানা নত করে দবিে (তাদরে সাথে বনিীত আচরণ করবে) আর বলবে: ‘হে আমার রব! আমার পতিামাতার প্রতি দয়া করুন, যমেন তারা আমাকে ছোটে থাকতে (দয়া দয়িে) লালনপালন করছেনে’।” আমি এক ব্যক্তরি কাছ থকেে শুনছেি যাকে আমি জ্ঞানরে ক্ষত্রেে নর্িভরযোগ্য মনে করি না; যে পতিা বা মাতা তার সন্তান প্রতপিালনে ভূমকিা রাখনেি, তার জন্য তাদরে প্রতি আনুগত্য, সদাচরণ ও দোয়া করা আবশ্যক নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলছেনে: “যমেন তারা আমাকে ছোটে থাকতে লালনপালন করছেনে।” আমি এ বক্তব্যরে সঠকিতা জানতে পারনি। শরয়ী দৃষ্টকিোণ থকেে কথাটা কি সঠকি? সালাফরে মাঝে কউে কি এমন কথা বলছেনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

আলমেরা ছাড়া অন্য কারো থকেে জ্ঞান গ্রহণ করা উচতি নয়। আলমেরা যতদনি আছে ততদনি জ্ঞানও থাকব। আল্লাহ যদি জ্ঞান ছনিয়িে নতিে চান তনিি আলমেদরে নয়িে যাবনে। ইমাম মুসলমি তার ‘সহীহ’ বইয়রে ভূমকিায় (১/১৪) মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থকেে বর্ণনা করনে, তনিি বলনে: “নশ্চিয় এই জ্ঞান দ্বীন। সুতরাং তোমেরা লক্ষ্য রাখো কার কাছ থকেে তোমোদরে দ্বীন গ্রহণ করছ।”

দুই:

বাবা-মা সন্তানরে সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার; যদওি বাবা-মা সন্তান প্রতপিালন ও ভরণপোষণে কসুর করে।

সন্তানরে অধকিার নষ্ট করা ও এতে অবহলো করা একটা গুনাহর কাজ; যার জন্য ব্যক্তকিে পাকড়াও করা হব, শাস্তি দওেয়া হব। কন্তিু এটার কারণে বাবা-মায়রে অবাধ্য হওয়া বধৈ নয়; যটো অন্যতম বড় কবীরা গুনাহ।

সন্তানরে অধকিার আদায়ে বাবা অবহলো করলইে যদি ছলেরে জন্য বাবার অধকিার আদায়ে কসুর করা বধৈ হয়ে যতে; তাহলে

মুসলমিদরে ঘরগুলো নষ্ট হয়ে যতে। ন্যূনতম সংশয়রে জরে ধরে সন্তান তার বাবা-মায়রে অবাধ্য হত। নজিরে বচিারববিচেনাকে বাবা-মায়রে অবাধ্য হওয়ার মাধ্যম হসিবেে গ্রহণ করত। সে বলত: আমার বাবা আমার ব্যাপারে অবহলো করছে আমাকে আমার অধকিার দয়েনি, আমার মা আমার ব্যাপারে অবহলো করছেনে আমার ও আমার ভাইদরে মাঝে ইনসাফ করনেি। এভাবে সে বাবা-মায়রে অবাধ্য হত এবং মনে করত য, তার উপর তাদরে কোনো অধকিার নইে। এতে রয়ছে পরবিার ও সমাজরে বশিৃঙ্খলা।

ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: এমন ব্যক্তরি ব্যাপারে শরীয়তরে বধিান কী যাকে তার বাবা (তার ভাষ্যমত) লালন-পালন করনেি এবং কোনো ধরনরে যত্ন নয়েনি; এমনকি শশৈবকালওে নয়। অথচ তার বাবার সন্তানরে জন্য ব্যয় করার সক্ষমতা ছলি। এমন অবস্থায় বাবার সাথে সন্তানরে সম্পর্ক বা বন্ধন টকিয়িে রাখা কি আবশ্যক?

তনিি উত্তর দনে: "হ্যাঁ। সন্তানরে জন্য পতিার সাথে সদাচরণ করা, তার অধকিার জানা, তার প্রতি সদয় হওয়া আবশ্যক; যদওি তার বাবা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে ও তার ব্যাপারে অবহলো করে। সইে বাবার উচতি নজিরে অবহলোর জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করা। সন্তান প্রতপিালনে কসুর করার জন্য তাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। কন্তিু সটোর কারণে সন্তানরে জন্য পতিার অবাধ্য হওয়া বধৈ হয়ে যায় না। বরং সন্তানরে ওপর ওয়াজবি পতিা-মাতার সদ্ব্যবহার করা; যদওি তারা তার ব্যাপারে কসুর করে। আল্লাহ তাআলা লোকমানরে ঘটনা বর্ণনা করার সময় কাফরেদরে ব্যাপারে বলনে: "দুনয়িায় তাদরেকে সৌহার্দ্যরে সাথে সঙ্গ দবি।ে" (অর্থাৎ) যদওি তারা দুইজন (পতিা-মাতা) কাফরে হয়।

সুতরাং সন্তানরে উপর ওয়াজবি পতিা-মাতার সাথে সদাচরণ করা, তাদরে প্রতি সদয় হওয়া, তাদরে প্রতি কোমল হওয়া এবং তাদরে সাথে উত্তম আচরণ করা; যদওি তারা তার অধকিার পালনে অবহলো কর।ে" শাইখরে ওয়বেসাইট থকেে সমাপ্ত।

আর আল্লাহর বাণী: "আর মমতায় তাদরে প্রতি বশ্যতার ডানা নত করে দবি (তাদরে সাথে বনিীত আচরণ করব) আর বলব: 'হে আমার রব! আমার পতিামাতার প্রতি দয়া করুন যমেনভিাবে তারা আমাকে ছোট থাকতে (দয়া দয়িে) লালনপালন করছেনে'।"[আল-ইসরা: ২৪]

এটা স্বাভাবকি লোকাচার; তথা বাবা-মা তাদরে সন্তানদরেকে প্রতপিালন করনে। তাই সন্তানরে দায়ত্বি হল তাদরে জন্য রহমতরে দোয়া করা। নয়িামতরে বপিরীতে কৃতজ্ঞতা মাধ্যম।ে আর এই অবস্থার ব্যতক্রিম (পতিা-মাতা প্রতপিালন করে না এমন) খুব কমই ঘট।ে ব্যতক্রিমরে ভত্তিতিে বধিান প্রযোজ্য হয় না।

প্রশ্নে উল্লখেতি বক্তার বক্তব্যরে উপরে কয়িাস করলে এটাও দাঁড়ায়: সন্তান জন্ম দয়িে বাবা-মা বা তাদরে কোনো একজন মারা গলেে তারা এই সন্তানরে রহমতরে দোয়া পাওয়ার অধকিার রাখে না। কারণ তারা ছোটবলো থকেে তাকে প্রতপিালন করনেি। যারা ছোটবলো থকেে তার প্রতপিালন করছে এবং তার ভরণ-পোষণ দয়িছেে তারাই তার দোয়া পাওয়ার বশেি হকদার। এমন কথা কউে বলে না।

আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।